কালের কণ্ঠ

তারিখ 14 MAY 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

বিদেশি ভার্সিটির ক্যাম্পাস স্থাপনের অনুমতি মিলছে

আজিজুল পারভেজ ▶

সরকার অবশেষে দেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও স্টাডি সেন্টার স্থাপনের অনুমতি দিতে যাচ্ছে। এই অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রণীত বিধিমালা শিগগির জারি হতে পারে।

বিধিমালা চূড়ান্ত করার বিষয়টি স্বীকার করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) কাজী সালাউদ্দিন আকবর। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনাসংক্রান্ত বিধিমালা চূড়ান্ত হয়েছে। বর্তমানে এসআরও (সরকারি আদেশ) জারির প্রক্রিয়া চলছে। কয়েক দিনের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে।'

সূত্র জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৩৯ ধারার আলোকে 'বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও স্টাডি সেন্টার পরিচালনা বিধিমালা ২০১৪' তৈরি হয়েছে। ৯ পৃষ্ঠার বিধিমালায় ২২টি মূল ধারাসহ অর্ধশতাধিক উপধারা রয়েছে। এ বিধিমালা অনুসারে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) আবেদন করতে হবে। অনুমোদন দেওয়ার আগে ইউজিসি কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারের স্থান পরিদর্শন করবে। ইউজিসির পক্ষে দুজন কর্মকর্তা থাকবেন পরিদর্শনের দায়িত্বে। তাঁরা সন্তুষ্ট হলে নির্দিষ্ট শর্তে মন্ত্রণালয় আবেদনকারীকে প্রাথমিকভাবে সাত বছরের জন্য সাময়িক রেজিস্ট্রেশন দেবে। ▶▶ পৃষ্ঠা ১৭ ক. ১

বিদেশি ভার্সিটির ক্যাম্পাস

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, নার্সিং ও ফার্মেসি শিক্ষার জন্য বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী কাউন্সিল থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে। বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনায় ইচ্ছুক বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজ দেশে অবশ্যই আইনগতভাবে অনুমোদিত হতে হবে। এ ব্যাপারে যথাযথ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রত্যয়ন লাগবে। সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসের প্রত্যয়নের পাশাপাশি সে দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসেরও প্রত্যয়ন লাগবে।

শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য স্থায়ী আমানত হিসেবে পাঁচ কোটি ও স্টাডি সেন্টারের জন্য এক কোটি টাকা তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। এই টাকা ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া তোলা যাবে না। এই তহবিল প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ কাজে ব্যবহৃত হবে। ক্যাম্পাসের ক্ষেত্রে ২৫ হাজার বর্গফুট মেঝের এলাকা আর স্টাডি সেন্টারের জন্য ১০ হাজার বর্গফুটের ফ্লোর থাকতে হবে। খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মূল প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিতে হবে। পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকতে হবে খণ্ডকালীন শিক্ষকের তিন গুণ। কম্পিউটার সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকৌশল বিষয় থাকলে প্রতি পাঁচজন শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে কম্পিউটার থাকতে হবে। এক হাজার ৫০০ বর্গফুটের নিজস্ব লাইব্রেরি থাকতে হবে। ক্যাম্পাসের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিনামা ও নিয়োগপত্রের কপি ইউজিসিতে জমা দিতে হবে। শিক্ষার্থী ফি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। সার্বিক খরচের নির্দিষ্ট পুস্তিকা প্রকাশিত থাকতে হবে। এটা আবার ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও ইউজিসিতে জমা দিতে হবে। পরীক্ষা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইউজিসির পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে নিজ নিজ মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং নীতি অনুসরণ করা যাবে।

এই বিধিমালা লঙ্ঘন করলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মতোই উদ্যোক্তাদের পাঁচ বছর কারাদণ্ড, ১০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

দেশে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে নানা নামে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ নিয়ে নানা প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডও ঘটে আসছে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিদার কিছু প্রতিষ্ঠান ভুয়া ডিগ্রি বিক্রি থেকে শুরু করে আদম পাচারের মতো অপকর্মও পরিচালনা করে আসছিল। ২০০৭ সালে সরকার বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী ৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এরপর বিভিন্ন উদ্যোক্তা দেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, শাখা, স্টাডি সেন্টার, এমনকি কেউ কেউ বিদেশি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছেন। কিন্তু এত দিন এ-সংক্রান্ত কোনো আইন বা বিধিবিধান না থাকায় সে চেষ্টা সফল হয়নি। এর মধ্যে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারাও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস স্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করে আসছিলেন। বিধিমালায় কেবল বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও স্টাডি সেন্টার স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও শাখা খোলার সুযোগ রাখা হয়নি। বিদ্যমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রোগ্রাম পরিচালনারও সুযোগ রাখা হয়নি। প্রায় চার বছর আগে এ-সংক্রান্ত বিধিমালা তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার পর অবশেষে তা জারি হতে যাচ্ছে। গত ১৭ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ-সংক্রান্ত ফাইলে অনুমোদন দিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এই বিধিমালা জারি হলে দেশে বৈধভাবে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা, দেশে বসে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের সুযোগ, মানসম্মত শিক্ষাগ্রহণ ও উচ্চশিক্ষার ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা তৈরি হবে বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা। তবে এই সুযোগে বিদেশি 'সার্টিফিকেট বিক্রেতা' কোনো 'ফ্লাইবেকন বিশ্ববিদ্যালয়' যাতে অনুমোদন না পায়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকারও তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।